আত্মীয়তার সম্পর্ক

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সূচীপত্র (المحتويات)

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	প্রসঙ্গ কথা	০৪
২.	আত্মীয়র পরিচয়	০৫
৩.	আত্মীয়তার সম্পর্কের তাৎপর্য	০৬
৪.	আত্মীয়তার প্রকার	০৬
৫.	আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার হুকুম	০৭
৬.	আত্মীয়দের মাঝে মর্যাদা বা স্তরের ভিন্নতা	১০
৭.	প্রকৃত জ্ঞাতি সম্পর্ক	১১
৮.	আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার পদ্ধতি ও উপায়	১২
৯.	আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব	১৩
১০.	আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ফযীলত	১৮
১১.	আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধির কতিপয় উপায়	২৪
১২.	আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ	৩৪
১৩.	আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম	৩৪
১৪.	আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপকারিতা ও পাপ	৩৪
১৫.	আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকার নিদর্শন	৩৮
১৬.	আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ	৪০
১৭.	উপসংহার	৪৫

প্রসঙ্গ কথা

মানুষ একে অপরের সাথে বিভিন্ন সম্পর্কে জড়িত। মানুষের মাঝের এই সম্পর্কের নাম হচ্ছে 'আত্মীয়তা'। পরস্পরের সাথে জড়িত মানুষ হচ্ছে একে অপরের 'আত্মীয়'। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক সর্বতোভাবে জড়িত। আত্মীয় ছাড়া পার্থিব জীবন অচল। আত্মীয়দের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভালবাসা নিয়েই মানুষ এ পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় না থাকলে জীবন হয়ে যায় নীরস, আনন্দহীন, একাকী ও বিচ্ছিন্ন। তাই পার্থিব জীবনে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেই আলোচ্য গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সাথে আত্মীয়তার প্রকার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার হুকুম, গুরুত্ব, ফযীলত, আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়, সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা পাঠকের উপকারে আসবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা হিসাবে মঞ্জুর করুন-আমীন!

-বিনীত লেখক

আত্মীয়র পরিচয়

'আত্মীয়' শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্ম সম্পর্কীয়, আপন। আত্মীয়-স্বজন অর্থ রক্ত সম্পর্কীয় আপনজন।[১] আত্মীয়-এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে الرَّحِمُ (আর-রাহিমু) বা ذُو الرَّحِمِ (যুর রাহিমি)। 'আত্মীয়তা'-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Kinship ও Relationship ব্যবহৃত হয়।[২] Relationship-এর সংজ্ঞায় Oxford অভিধানে বলা হয়েছে, The way in which two people, groups or countries behave towards each othe or deal with each other. অর্থাৎ এমন পথ-পন্থা যাতে দু'ব্যক্তি, দল বা দেশ পরস্পরের সাথে সদাচরণ করে বা পরস্পরে আলোচনা করে'।[৩]

কেউ কেউ বলেন, وهم من بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أم لاَ سواء كان ذا محرم أم لا– 'আত্মীয় হচ্ছে তারা যাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তারা সম্পদের উত্তরাধিকারী হোক বা না হোক, মাহরাম হোক বা না হোক'।[৪]

ইমাম নববী বলেন, الْإِحْسَانُ إِلَى الْأَقَارِبِ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْوَاصِلِ وَالْمَوْصُولِ فَتَارَةً تَكُوْنُ بِالْمَالِ وَتَارَةً بِالْخِدْمَةِ وَتَارَةً بِالزِّيَارَةِ وَالسَّلاَمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، 'আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছে সম্পর্ককারী সম্পর্ককৃতের অবস্থা অনুযায়ী আত্মীয়দের প্রতি ইহসান করা। তা কখনও অর্থ-সম্পদ দ্বারা, কখনও সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা এবং কখনও দেখা-সাক্ষাৎ ও সালাম বিনিময় প্রভৃতি মাধ্যমে হ'তে পারে'।[৫]

---

১. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১২ খ্রিঃ), পৃঃ ১০২।*

২. *Sailendra Biswas, Samsad Bengali-English Dictionary, (kolkata:Sahittya Samsad, 25th Reprint, 2014), p.110.*

৩. *A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, P. 1285.*

৪. *আবু ইউসুফ মুহাম্মাদ যায়েদ, তায়্যিবুল কালাম ফী ছিলাতির রাহিম, পৃঃ ১।*

৫. *ইমাম নববী, শরহু মুসলিম, ২/২০১।*

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার তাৎপর্য

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনের সার্বিক খোঁজ-খবর রাখা ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। ইবনুল আছীর বলেন, وهي كناية عن الاحسان إلى الأقربين من ذوى النسب والأصهار، والعطف عليهم والرفق لهم والرعاية لأحوالهم وكذلك أن بعدوا وأساءوا– 'এটা হচ্ছে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কীয় আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ-অনুকম্পা প্রদর্শন করা, তাদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা, যদিও তারা দূরে চলে যায় এবং খারাপ আচরণ করে'।[৬]

আত্মীয়র প্রকার

আত্মীয় প্রধানত দু'প্রকার। যথা- (১) রক্ত সম্পর্কীয় বা বংশীয়। যেমন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা ইত্যাদি। (২) বিবাহ সম্পর্কীয়। যেমন শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকা ইত্যাদি। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ وَهِىَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَأَحْسِنُوْا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا–

'নিশ্চয়ই তোমরা অচিরেই মিসর জয় করবে। সেটা এমন একটি ভূমি যাকে 'ক্বীরাত্ব' বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে দীনার-দিরহামের প্রাচুর্য রয়েছে। যখন তোমরা সেটা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা তাদের জ্ঞাতি সম্পর্ক রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে'।[৭] অর্থাৎ ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা হাজেরার দিক দিয়ে বংশীয় বা রক্ত সম্পর্ক এবং রাসূলপত্নী মারিয়া কিবতিয়ার দিক দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক।

পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার দিক দিয়ে আত্মীয় দু'প্রকার। (১) উত্তরাধিকারী; যেমন- পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি (২) উত্তরাধিকারী নয়; যেমন- চাচা-চাচী, মামা-খালা ইত্যাদি।

---

৬. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, কাতীয়াতুর রাহিমে, পৃঃ ৭।
৭. মুসলিম হা/২৫৪৩; মিশকাত হা/৫৯১৬।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার হুকুম

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং আত্মীয়দের ভিন্নতার কারণে ফরয, সুন্নাত ও বৈধ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে । তবে সাধারণভাবে সবার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা ওয়াজিব এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা সকলের ঐক্যমতে হারাম। তবে কারো কারো নিকটে কবীরা গোনাহ।

(১) ফরয : পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ফরয। আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ‘আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে’ *(আনকাবূত ২৯/৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً–

‘আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ’লে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন’ *(ইসরা ১৭/২৩-২৪)*।

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে হাদীছে অনেক নির্দেশ এসেছে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে বড় গোনাহ বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার বললেন,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ.

‘আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? সকলে বললেন, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা। অতঃপর তিনি হেলান দেওয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন। এরপর বললেন, সাবধান, মিথ্যা কথা বলা’।[৮]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কবীরা গুনাহ সমূহ কি? তিনি বললেন,

اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ. قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. قُلْتُ وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟ قَالَ الَّذِىْ يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ.

‘আল্লাহ্র সাথে শরীক করা’। সে বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, ‘পিতামাতার অবাধ্যতা’। সে বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, ‘মিথ্যা শপথ করা’। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা শপথ কি? তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে (শপথের সাহায্যে) কোন মুসলিম ব্যক্তির ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়’।[৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ. ‘কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে অধিক প্রিয়। তিনি বললেন, নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করা। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, তারপর ‘পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা’। তিনি বললেন, অতঃপর কোন্টি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা’।[১০]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বললেন,

---

৮. বুখারী হা/২৬৫৪; মুসলিম হা/৮৭ তিরমিযী হা/১৯০১।
৯. বুখারী হা/৬৯২০; আবু দাউদ হা/২৮৭৫।
১০. বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/৮৫।

رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

‘তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক। তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক। তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক’। বলা হ’ল, কার হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি তার পিতামাতার একজনকে অথবা উভয়কে বার্ধক্যে পেল, কিন্তু (তাদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না’।[১১]

(২) সুন্নাত : অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা সুন্নাত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশকারী আমল সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে বলেন, وَتَصِلُ الرَّحِمَ ‘তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে’।[১২]

(৩) মানদূব বা বৈধ : কাফির-মুশরিক পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক বজায় রাখা বৈধ। যেমন আল্লাহ বলেন,وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ‘তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে’ *(লোক্বমান ৩১/১৫)*।

আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ إِنَّ أُمِّيْ قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّيْ، قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ.

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকটে আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা আমার নিকটে এসেছেন, তিনি আমার প্রতি (ভাল ব্যবহার পেতে) খুবই আগ্রহী, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ কর’।[১৩]

আত্মীয়দের মাঝে মর্যাদা বা স্তরের ভিন্নতা

১১. *মুসলিম হা/২৫৫১।*
১২. *বুখারী হা/১৩৯৬; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৯।*
১৩. *বুখারী হা/২৬২০; মুসলিম হা/১০০৩।*

আত্মীয় নিকটত্ব ও দূরত্বের ভিত্তিতে এবং বংশ ও স্থানের দূরত্বের দৃষ্টিকোণে ভিন্নতর হয়ে থাকে। সুতরাং বংশীয় দিক দিয়ে নিকটাত্মীয় হচ্ছেন পিতা-মাতা। তবে এর মধ্যে মায়ের স্তর ঊর্ধ্বে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ– ‘আমরা তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট’ *(লোক্বমান ৩১/১৪)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার নিকটে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন, ‘তোমার মা’। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, ‘তোমার মা’। লোকটি আবার বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, ‘অতঃপর তোমার পিতা’।[১৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের অবাধ্যতা বা নাফরমানী, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা, কারো প্রাপ্য না দেয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেয়া। আর অপসন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অধিক প্রশ্ন করা এবং মাল বিনষ্ট করা’।[১৫]

---

১৪. বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮।
১৫. বুখারী হা/২৪০৮; মুসলিম হা/২৫৯৩।